শানে আবু হুরায়রা رضی اللہ عنہ

28-October-2021

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: زَيِّنُوْا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُوْرٌ لَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মজলিশ সমূহকে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে সমৃদ্ধ করো, কেননা তোমাদের আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে। (জামে সগীর, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৫৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেন:** اَفۡضَلُ الۡعَمَلِ اَلنِّیَّۃُ الصَّادِقَۃُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামেয়ে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনিতে তো সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان নিশ্চিত জান্নাতী, আমাদের মাথার মুকুট ও আমাদের সর্দার। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও নিজস্ব একটি মর্যাদা রয়েছে, অনেকে অনেকের চেয়ে উত্তম, অতঃপর প্রত্যেকের প্রসিদ্ধির কারণও আলাদা, কেউ নিজের সত্যবাদীতা ও ইশ্‌কে **রাসূলে**র কারণে প্রসিদ্ধ আর কেউ নিজের ন্যায় নিষ্ঠতার কারণে, কেউ লজ্জা ও দানশীলতার কারণে প্রসিদ্ধ আবার কেউ বীরত্ব ও সুন্দর সিদ্ধান্তের জন্য। আজ আমরা যেই মনিষীর ব্যাপারে শুনবো তিনি নিজের স্মৃতিশক্তি ও অধিক বর্ণনার কারণে প্রসিদ্ধ, আমার উদ্দেশ্য হলো হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঐসকল সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা দিনরাত **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সহচর্য পেয়েছেন এবং নিজের শিরায় শিরায় **রাসূলে**র ভালবাসা ধারন করেছেন, যাঁরা **মুস্তফা**র যিয়ারতের সৌভাগ্য পেয়েছেন এবং **নবুয়তের সৌন্দর্যে**র জ্বলওয়া দ্বারা নিজের পিপাসা নিবারন করেছেন কিন্তু

দীদারে **মুস্তফার** আগ্রহে কোন প্রকার কমতি আসেনি। আজকের বয়ানে আমরা তাঁর আলোচনা, সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তাঁর ফযিলত ও ইশ্‌কে রাসূলের ঘটনাবলী শুনবো, হায়! আমাদের যেনো সম্পূর্ণ বয়ান ভালো ভালো নিয়্যত সহকার শুনা নসীব হয়ে যায়। আসুন! সর্বপ্রথম হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ধৈর্যধারনের একটি ঘটনা শুনি: সায়্যিদী ও মুর্শিদী, আশিকে রাসূলে আরবী, মুহিব্বে সকল সৈয়দ ও সাহাবী আর অলী, মুবাল্লিগে সুন্নাতে মুস্তফা, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ তাঁর জগদ্বীখ্যাত রচনা **"ফয়যানে সুন্নাত"** এর ৫০৬ পৃষ্ঠায় লিখেন:

হযরত আবু হুরায়রার ক্ষুধা

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: ঐ **আল্লাহর** শপথ! **যিনি** ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আমি ক্ষুধার কারণে কখনো কখনো নিজের পেট মাটির উপর চেপে রাখতাম এবং ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বাঁধতাম। একদিন আমি ঐ রাস্তায় বসে গেলাম, যেটা দিয়ে লোকেরা বাইরে যেতো। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আমাকে দেখে মুচকি হাসলেন আর আমার চেহারা দেখে আমার অবস্থা বুঝে গেলেন। ইরশাদ করলেন: হে আবু হুরায়রা! আমি আরয করলাম: লাব্বায়কা **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)! ইরশাদ করলেন: আমার সাথে এসো। আমি পেছনে পেছনে যেতে লাগলাম। যখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের মুবারক ঘরে তাশরীফ আনলেন, তখন আমিও অনুমতি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একটি পেয়ালায় দুধ দেখে ইরশাদ করলেন: "এ দুধ কোথা হতে এসেছে?" ঘরের অধিবাসী আরয করলেন: অমুক সাহাবী বা মহিলা সাহাবী **আপনার**

জন্য উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছেন। ইরশাদ করলেন: আবু হুরায়রা! আমি আরয করলাম: লাব্বায়িক। ইরশাদ করলেন: গিয়ে আহলে সুফফাদের ডেকে আনো। হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আহলে সুফফাগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ হলেন ইসলামের মেহমান, তাঁদের না ঘর-বাড়ির প্রতি আসক্তি আছে, না ধন-সম্পদের প্রতি, আর না তাঁরা কারো সাহায্য গ্রহণ করেন। যখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট সদকার মাল আসতো, তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তা তাঁদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন এবং নিজে তা থেকে কিছু নিতেন না। আর যখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট কোন উপহার আসতো, তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তা তাঁদের নিকট পাঠাতেন, নিজেও তা থেকে ব্যবহার করতেন এবং তাঁদেরকেও তাতে অংশীদার করতেন। আমার নিকট এই বিষয়টি পছন্দ হলো না আর মনে খেয়াল আসলো যে, আহলে সুফফাদের (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ) এই সামান্য দুধ দিয়ে কি হবে! আমিই এর অধিক হকদার ছিলাম যে, এই দুধ থেকে কয়েক চুমুক পান করার আর কিছুটা শক্তি অর্জন করার। যখন আসহাবে সুফফা (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ) আসলেন, তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকেই ইরশাদ করলেন: এদেরকে দুধ পরিবেশন করো। এমতাবস্থায় খুবই কঠিন যে, কয়েক চুমুক দুধ আমার পাওয়া। কিন্তু **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করা ছাড়া উপায় নেই। আমি আসহাবে সুফফাদের (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ) নিকট গেলাম আর তাঁদেরকে ডেকে আনলাম। তাঁরা এলেন, তাঁরা **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁদেরকে অনুমতি দিলেন এবং তাঁরা ঘরে প্রবেশ করে বসে গেলেন। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আবু হুরায়রা! আমি আরয করলাম: "লাব্বায়িক **ইয়া রাসূলাল্লাহ**

(صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)! ইরশাদ করলেন: পেয়ালা নাও আর এদেরকে এক এক করে সকলকে দুধ পান করাও। হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি পেয়ালা নিলাম। আমি সেই পেয়ালা একজনকে দিতাম আর তিনি পরিতৃপ্ত হয়ে দুধ পান করতেন, তারপর পেয়ালাটি আমাকে ফিরিয়ে দিতেন। এমননিভাবে আমি পান করাতে করাতে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম এবং সকলেই পরিতৃপ্ত হয়ে পান করেছিলো। **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পেয়ালাটি নিয়ে নিজের পবিত্র হাতে রাখলেন। অতঃপর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন আর ইরশাদ করলেন: আবু হুরায়রা! আমি আরয করলাম: "লাব্বায়িক। ইরশাদ করলেন: এখন আমি ও তুমি রয়ে গেছি। আরয করলাম: আপনি সত্য বলেছেন। ইরশাদ করলেন: "বসো আর পান করো।" আমি বসে গেলাম আর দুধ পান করতে লাগলাম। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: পান করো! আমি পান করলাম। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একাধারে ইরশাদ করতে লাগলেন: "পান করো!" এক পর্যায়ে আমি আরয করলাম: না, ঐ মহান সত্তার শপথ! **যিনি আপনাকে** সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আর জায়গা নেই। ইরশাদ করলেন: "আমাকে দেখাও।" আমি পেয়ালাটি প্রদান করলাম। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** হামদ বর্ণনা করলেন, بِسۡمِ اللّٰہِ পাঠ করলেন এবং অবশিষ্ট দুধ পান করে নিলেন।"

(বুখারী, কিতাবুর রিকাক, ৭/২৩০, হাদীস ৬৪৫২)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ এটি ছিলো **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান মুজিযা যে, সকলে অর্থাৎ ৭০জন আসহাবে সুফফা (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ) মিলেও এক পেয়ালা দুধ সম্পূর্ণ পান করতে পারেনি।

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আসল নাম আব্দুর রহমান বিন সাখর, তিনি ছিলেন দোস গোত্রের, আসহাবে সুফফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, নবুয়তের জ্ঞানের উৎস থেকে পরিতৃপ্ত হওয়ার জন্য ক্ষুধা, অভাবের ন্যায় কঠিন পথ অতিক্রম করেন, এই কারণেই তাঁকে মুকাসসীরিন সাহাবায়ে কিরাম (অর্থাৎ অত্যধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী) এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রিসালতের যুগে খায়বর ও হুনাইনের যুদ্ধের মতো অবরোধেও অগ্রগামি ছিলেন, সিদ্দিকি খেলাফত কালে মুরতাদের ফিতনাকারীদের শিরচ্ছেদের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর এই সকল বৈশিষ্ট্যের কারণে হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁকে **"বাহারাইন"** এর গভর্ণর নিযুক্ত করেন। **(আল ইস্তিয়াব, ৪/৩৩৪)**

আবু হুরায়রা বলার কারণ

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খুবই ইবাদতগুজার, একান্ত বিনয়ী এবং পরহেযগার সাহাবি ছিলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ছিলেন ইয়েমেনের দোস গোত্রের। জাহেলিয়্যতের যুগে তাঁর নাম ছিলো "আব্দে শামস"। ৭ম হিজরীতে খায়বরের যুদ্ধের পর মুসলমান হয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম আব্দুর রহমান বা আব্দুল্লাহ রাখা হয়। তিনি বিড়াল খুবই ভালবাসতেন, একদিন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর আস্তিনে একটি বিড়াল দেখলেন তখন তাঁকে হে আবু হুরায়রা (হে বিড়ালের পিতা) বলে ডাকলেন, সেই দিন থেকে তাঁর এই উপাধী এতবেশি প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো যে, মানুষ তাঁর আসল নাম ভুলে গেলো, তাই তাঁর নাম নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। তিনি আসহাবে সুফফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। **(মুনতাখাব হাদীসেঁ, ৫৬ পৃষ্ঠা)**

হুযুরের প্রতি আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি খুবই আদব ও সম্মান প্রদর্শন করতেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এতবেশি আদব সম্পন্ন ছিলেন যে, পবিত্রতা অর্জন করা ব্যতীত **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হওয়া ও **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করা পছন্দ করতেন না, অতএব একবার তাঁর গোসল করার প্রয়োজন হয়েছিলো যে, পথে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সামনে পড়ে গেলেন, সুতরাং পথ কেটে চলে গেলেন এবং গোসল করে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হলেন। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দেখে ইরশাদ করলেন: আবু হুরায়রা! কোথায় ছিলে? আরয করলেন: আমার গোসলের প্রয়োজন ছিলো, তাই মন সায় দিলো না যে, এই অবস্থায় **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজিরী দিই। (আবু দাউদ, ১/১১০, হাদীস ২৩১)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উল্লেখিত প্রবল ভালবাসার অনন্য পদ্ধতির ব্যাপারে শুনুন এবং ঐ সকল সৌভাগ্যবান আশিক ও মুবাল্লিগদের প্রতি ঈর্ষা করুন, যারা মানুষকে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক গুণাবলী বর্ণনা করে এবং সুন্নাত শিখায়। হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে খুবই ভালবাসতেন, শুধু নিজে ভালবাসতেন না বরং অপরকেও ইশ্‌কে রাসূলের সূধা পরিপূর্ণভাবে পান করাতেন।

রাসূলের প্রতি ভালবাসা

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসার অবস্থা এমন ছিলো যে, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারায় খুশি প্রকাশ পেলে তিনিও খুশি হয়ে যেতেন, তাঁর পবিত্র চেহারায় দুঃখ ও বেদনা প্রকাশ পেলে তবে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُও দুঃখিত হয়ে যেতেন। এমনকি একবার **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে এভাবে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! যখন আপনাকে দেখি তখন আমার অন্তর খুশিতে বাগানে পরিনত হয়ে যায় এবং চক্ষু শীতল হয়ে যায়। (মুসনাদে আহমদ, ৩/১৫১, হাদীস ৭৯৩৭)

স্বয়ং নিজের ইশ্‌কে রাসূল বৃদ্ধি করা ও অপরের অন্তরে রাসূলের ভালবাসার প্রদিপ আলোকিত করার জন্য তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কোন গ্রাম্য লোককে দেখতেন বা এরূপ লোক পেতেন যে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করেনি তবে বলতেন: এসো! আমি তোমাকে মানবতার প্রাণ, **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য ও গুণাবলী এবং ফযিলত শুনাই। এরপর **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনন্য সৌন্দর্যের আলোচনা করতেন আর শেষে বলতেন: আমার পিতামাতা **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি উৎসর্গিত হোক যে, আমি এরূপ চমৎকার আকৃতি না পূর্বে কখনো দেখেছি, না পরে। (তাবকাতে ইবনে সাআদ, ১/৩১৮) কখনো এরূপ ইরশাদ করতেন: **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চেয়ে বেশি অনন্য সৌন্দর্যের অধিকারী কখনো দেখিনি, এমন মনে হতো, যেনো চেহারায় সূর্য প্রদক্ষিন করছে। (তিরমিযী, ৫/৩৬৯, হাদীস ৩৬৬৮)

পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের ন্যায় হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা পোষন করতেন এবং যখনই সুযোগ পেতেন তাঁদের বরকত অর্জন করার চেষ্টা করতেন। অতএব একবার তাঁর সাক্ষাত হযরত হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে হলো তখন তিনি বললেন: আমাকে সেই জায়গা দেখান যেখানে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم চুমু দিয়েছিলেন। হযরত হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কাপড় সরালেন তখন তিনি সেই জায়গায় চুমু দিলেন।

(মুসনাদে আহমদ, ৩/৬৩, হাদীস ৭৪৬৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

জ্ঞানের প্রতি প্রবল আগ্রহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জ্ঞানার্জনের প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিলো, তাইতো সব কিছু ছেড়ে দিয়ে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কদমাইন শরীফাইনে পড়ে থাকতেন। অনাহারের পর অনাহার সহ্য করতেন এবং জ্ঞান অর্জন করতে থাকতেন আর তাঁরই এই মর্যাদা অর্জিত যে, সবচেয়ে বেশি হাদীসে মুবারকা তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

প্রখর স্মৃতিশক্তি

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একদিন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট অভিযোগ করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি আপনার হাদীস সমূহ ভুলে যাই, তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আদেশ দিলেন যে, তুমি তোমার চাদর মাটিতে বিছিয়ে দাও, অতএব তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ

নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন অতঃপর **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কিছু হাদীস বর্ণনা করলেন ও তাঁকে ইরশাদ করলেন: এই চাদরটি জড়ো করে নিজের বুকের সাথে লাগিয়ে নাও। এরপর হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর স্মৃতিশক্তি এত প্রখর হয়ে গেলো যে, যা কিছু **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে শুনতেন, তা সারা জীবন মনে থাকতো আর কখনো ভুলে যেতো না। **(আকমাল, কাস্তালানি, ১/২১২। উমদাতুল কারী, ১/১৯৪)**

তাঁর শাগরেদ

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর এই মর্যাদা অর্জিত যে, সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৫৩৭৪টি হাদীসে মুবারাকা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেছেন। **(শরহে নববী, ১/৬৭)** এই আজিমুশ্শান ভান্ডারের ভিত্তিতে তাঁর শাগরেদের গন্ডিও বড় ছিলো। তাঁর শাগরেদের তালিকায় ২৮ জন সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর নাম ফুল হয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে আছে আর অসংখ্য তাবেঈনে এজাম হাদীসের এই সুবাসিত ফুলের পরিচর্যা করে তাঁর শাগরেদ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। **(মুস্তাদরিক লিল হাকীম, ৪/৬৫৬, নম্বর ৬২৩৩)** ইমাম বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মতানুযায়ী তাঁর কাছ থেকে বর্ণনাকারী সম্মানিত সাহাবা ও সম্মানিত তাবেঈনের সংখ্যা ৮০০জনেরও বেশি। **(ইস্তিয়াব, ৪/৩৩৪)**

দোয়ায়ে নববীর বরকত

একবার হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে কয়েকটি শুকনো খেজুর নিয়ে উপস্থিত হলেন ও বরকতের দোয়া প্রার্থনা করলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাতে বরকতের দেয়ার করলেন আর আদেশ দিলেন: এগুলো তোমার থলেতে রেখে দাও আর যখনই ইচ্ছা হয় এতে হাত প্রবেশ করিয়ে শুকনো খেজুর বের করে

নাও, নিজে খাও এবং অপরকেও খাওয়াও কিন্তু সাবধান! এই থলেকে কখনো খালি করবে না।

سُبْحٰنَ اللّٰه! দোয়ায়ে নববীর বরকতে এই থলে এমন বরকতময় হয়ে গেলো যে, ২৫ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এই থলে থেকে শুকনো খেজুর বের করে করে নিজেও খেতেন এবং অপরকেও খাওয়াতে থাকেন বরং কয়েক মণ এ থেকে খয়রাতও করা হয়েছে কিন্তু শুকনো খেজুর শেষ হয়নি, এমনকি হযরত ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর শাহাদতের দিন হাঙ্গামার ভীড়ে সেই থলে কোমর থেকে কেটে কোথাও পড়ে যায়, যার জন্য তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ সারা জীবন খুবই দুঃখী ও বেদনাগ্রস্থ ছিলেন। (তিরমিযী, ৫/৪৫৪, হাদীস ৩৮৬৫) সেইদিনের ব্যাপারে এই পংক্তি পাঠ করতেন: মানুষের তো একটি দুঃখ আর আমার দু'টি দুঃখ, একটি নিজের থলে হারানোর, অপরটি হযরত ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর শাহাদাতের। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ১০/২৭০, ৫৯৩৩নং হাদীসের পাদটিকা)

রুটি দেখে কেঁদে দিলেন

যখন ইসলামের বিজয়ের ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি পেলো এবং মুসলমানদের মাঝে সমৃদ্ধি ও সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে তখন তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُও তাঁর অংশে অনেক কিছু পেলেন, ধন সম্পদ, নেয়ামত ও আরাম আয়েশে বৃদ্ধি হলো তখন তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ তাঁর বাড়ি বানালেন এবং সুন্নাতি বিবাহের উপর আমল করলেন, এভাবে সন্তানাদীও হলো, কিন্তু এসব কিছু মিলেও না তাঁর স্বভাবে পরিবর্তন আনতে পারলো, আর না অতীতের দিনগুলোর স্মৃতি মন থেকে মুছতে পারলো। অতএব একবার তাঁর সামনে পাতলা পাতলা চাপাতি এলো তখন তিনি তা দেখে কেঁদে

দিলেন, কেউ কারণ জিজ্ঞাসা করলে তখন তিনি বলেন: আমার **মাহবুবে করীম প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এটি কখনো নিজের চোখে দেখেননি।

(ইবনে মাজাহ, ৪/৪৩, হাদীস ৩৩৩৮)

ভুনা ছাগল খেতে অস্বীকৃতি

একবার তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এমন এক দলের পাশ দিয়ে গমন করলেন, যাদের সামনে খাওয়ার জন্য ভুনা ছাগল রাখা ছিলো। লোকেরা তাঁকে খাওয়ার জন্য ডাকলো তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই বলে খেতে অস্বীকৃতি জানিয়ে দিলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দুনিয়া থেকে তাশরীফ নিয়ে গেছেন আর কখনো **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যবের রুটিও পেট ভরে খাননি।

(বুখারী, ৩/৫৩২, হাদীস ৫৪১৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি কিরূপ প্রেম ছিলো যে, হুযুরকে খুশি দেখলে তখন নিজেও খুশি হয়ে যেতেন আর যদি হুযুরের চেহারা মুবারকে বেদনার প্রভাব প্রকাশ পেতো তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُও বেদনাগ্রস্থ হয়ে যেতেন, পাতলা চাপাতি দেখে কেঁদে দিলেন যে, হুযুর কখনো নিজের চোখে তা দেখেননি এবং ভুনা ছাগল রাখা হলে তবে এই বলে অস্বীকার করে দিতেন যে, আমার নবী তো কখনো পেট ভরে যবের রুটিও খাননি। এটি ছিলো হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইশ্‌কে রাসূল, অপরদিকে আমরা যে, আশিকে রাসূল হওয়ার দাবী তো করি, কিন্তু **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নামায আমার চোখের শীতলতা" আর আমরা নামায পড়িনা, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদেরকে দাঁড়ি রাখার আদেশ দিয়েছেন আর আমরা দাঁড়ি মুন্ডাই, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদেরকে "عَلَیۡکُمۡ بِسُنَّتِی" বলে সুন্নাতের উপর আমল করার উৎসাহ প্রদান করেছেন আর আমরা সুন্নাত বর্জন করছি তো আমরা

ইশ্‌কে রাসূলের দাবী কিভাবে করি? যদি আমরা সত্যিকার আশিকে রাসূল হতে চাই তবে আমাদের উচিৎ, নিয়মিত নামায ও রোযা পালন করা আর **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের অনুসরন করা, এর জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করুন এবং নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রতি মাসে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করান। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশ আমাদেরকে নিয়মিত নামায ও সুন্নাতের অনুসারী বানিয়ে দিবে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ইবাদতের প্রতি প্রবল আগ্রহ

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খুবই ইবাদতগুজার, খুব বিনয়ী এবং পরহেযগার সাহাবী ছিলেন। আবু সাঈদের বর্ণনা হলো যে, তিনি প্রতিদিন ১২ হাজার রাকাত নফল নামায পড়তেন। (মুনতাখাব হাদীসেঁ, ৫২ পৃষ্ঠা)

তাঁর বাড়িতে সারারাত ইবাদতের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকতো এবং তা কিছুটা এরূপ ছিলো যে, রাতকে তিনভাগে ভাগ করে প্রথম অংশে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজেই নামায পড়তেন, অতঃপর দ্বিতীয় অংশে সম্মানিতা স্ত্রী নামায পড়তেন আর তৃতীয় অংশে ইবাতদের আধিক্য করার সৌভাগ্য ছেলের অর্জিত হতো। (আয যুহুদ লিল ইমাম আহমদ, ১৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ৯৮৮)

সমৃদ্ধির দিনগুলোতে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের ঘরের চারটি স্থান ইবাদতের জন্য নির্ধারন করে রেখেছিলেন, একটি হলো বেসমেন্টে, দ্বিতীয়টি হলো ঘুমানোর ঘরে, তৃতীয়টি হলো নিজের বিশেষ কক্ষে আর চতুর্থটি হলো ঘরের দরজার পাশে। আসতে যেতে এই স্থানে অধিকহারে নফল নামায পড়তেন। (আয যুহুদ লিল ইমাম আহমদ, ১৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ১০০১)

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রতি মাসের শুরুতে তিনটি রোযা রাখতেন এবং যদি কোন কারণে রাখতে না পারতেন তবে মাসের শেষে তিনটি রোযা রেখে নিতেন। (মুসনাদে আহমদ, ৩/২৬৮, হাদীস ৮৬৪১)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

তাঁর সদাচরণ

তাঁর জীবনের একটি আলোকিত ও উজ্জ্বল দিক হলো সদাচরন করা। অতএব সারা জীবন নিজের সম্মানিতা আম্মাজানের সাথে সদাচরণ করতে থাকেন এমনকি ইসলাম গ্রহণ করার পর নেকীর দাওয়াতের প্রেরণা আরো বেশি জাগ্রত হয়ে গেলো, কয়েকবারই চেষ্টা করেন যে, মাকেও ইসলামের সুশীতল ছায়ায় নিয়ে আসার কিন্তু তিনি লাগাতার অস্বীকার করতে থাকেন, একবার মা **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শানে কুৎসীত বাক্য বললে তখন কাঁদতে কাঁদতে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার মায়ের জন্য হেদায়তের দোয়া করে দিন, এদিকে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দোয়ার জন্য হাত উঠালেন যে, হে **আল্লাহ পাক**! আবু হুরায়রার মাকে হেদায়ত দান করো। ওদিকে তাঁর মায়ের অন্তরের দুনিয়া পাল্টে গেলো ও গোসল করে পবিত্র হয়ে গেলেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখনই ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন মা কলেমা পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন, দোয়ায়ে নববীর জ্বলওয়া দেখে তাঁর চোখ থেকে অজোর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। (মুসলিম, ১০৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৩৯৬)

হায়! যদি আমাদেরও এই মানসিকতা হয়ে যেতো যে, আমরা নিজেরাও নেক আমল করবো এবং নিজের পরিবারকেও নেকীর দাওয়াত দিবো, নিজেরাও গুনাহ থেকে বিরত থাকবো আর পরিবারকেও গুনাহ

থেকে বাঁচার চেষ্টা করবো। **আল্লাহ পাকের** লাখ লাখ কৃতজ্ঞতা যে, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** পবিত্র পরিবেশের বরকতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান বিশেষকরে যুবকেরা গুনাহ থেকে তাওবা করার তৌফিক অর্জন করেছে এবং তারা নেকীর পথে পরিচালিত হয়ে গেছে।

ওফাত মুবারক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সহচর্যের ফয়েযপ্রাপ্ত এই উজ্জ্বল নক্ষত্র ৫৯ হিজরীতে আটাত্তর বছর বয়সে মদীনা মুনাওয়ারায় ওফাত লাভ করেন এবং জান্নাতুল বাক্বীতে সমাহিত হন। **(উমদাতুল ক্বারী, ১/১৯৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মার্কেট ও ব্যবসায়িক স্থানে দরস/ এরিয়া দরস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের অন্তরে ইশ্‌কে রাসূল, ইশ্‌কে সাহাবা ও আউলিয়ার প্রদীপ জ্বালাতে, রাসূলের ভালবাসা দ্বারা অন্তরকে সতেজ রাখতে, গুনাহের প্রতি ঘৃণা ও ঈমানের নিরাপত্তার প্রেরণা পাওয়ার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান, নিজের কিছু না কিছু সময় বের করে যেলী হালকার দ্বীনি কাজে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশ গ্রহণ করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** মুসলমানদেরকে নামায ও ইলমে দ্বীনের হালকায় অংশগ্রহণ করানোর জন্য একটি কার্যক্রম চালিয়েছে, যাকে **"মসজিদ ভরো কার্যক্রম"** নাম দেয়া হয়েছে, **দা'ওয়াতে ইসলামী "এরিয়া দরস"** এর আকারে এই নেক লক্ষ্য পূরণে সচেষ্ট রয়েছে। মসজিদ ও ঘর ব্যতীত যে কোন স্থানে (চৌক, বাজার, স্কুল, কলেজ, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) যেই মাদানী

দরস দেয়া হবে তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিভাষায় **এরিয়া দরস** বলা হয়। **এরিয়া দরসে**র উদ্দেশ্য হলো, এমন লোকদেরকে নেকীর দাওয়াত দেয়া, যারা মসজিদের আসে না, যাতে তারাও মসজিদমুখী, জামাআত সহকারে নামায আদায়কারী হয়ে যায় এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি বার্তা গ্রহণ করে সুন্নাতের পথে পরিচালিত হয়ে যায়।

এই দ্বীনি কাজে অংশগ্রহণের বরকতে আমরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবো, আখিরাতের জন্য নেকীর ভান্ডার জমা করতে থাকবো, নেকীর দাওয়াতে প্রদানকারী সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো, উত্তম সহচর্য নসীব হবে এবং "**নেক আমল**" এর উপর আমলের প্রেরণা নসীব হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কয়েদী সংশোধন বিভাগ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশ উত্তম সহচর্য প্রদান করে থাকে, এই দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ লোক গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করে নেকীতে ভরা জীবন অতিবাহিত করছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দ্বীনের প্রচারের পবিত্র প্রেরণার অধীনে মুসলমান কয়েদীদের সুন্নাতে ভরা প্রশিক্ষণের জন্য দুনিয়া জুড়ে অনেক জেলখানায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **"কয়েদী সংশোধন বিভাগ"** এর মাধ্যমে দ্বীনি কাজের ব্যবস্থা করা হয়। অসংখ্য জেলখানায় কুরআন শিক্ষার জন্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, اِنْ شَآءَ الله পর্যায়ক্রমে আরো জেলখানায় এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হবে। অনেক জেলখানায় প্রতিদিন শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব ও পুস্তিকা থেকে দরস দেয়া হয়। পেরেশানগ্রস্থ অসহায় কয়েদীদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **"রূহানী চিকিৎসা"** বিভাগের প্রদত্ত তাবীযাত **ফি-**

সবিলিল্লাহ প্রদান করা হয়। মুক্তি প্রাপ্তদের প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন কোর্সও করানো হয়ে থাকে। যেমন; ৪১ দিনের নেক আমল ও মাদানী কাফেলা কোর্স, ৬৩ দিনের তরবিয়্যতি কোর্স, ১২ দিনের মাদানী কোর্স, ইমামত কোর্স এবং মুদাররিস কোর্স ইত্যাদিও করানো হয়ে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চলাফেরার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শরখে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর "**১৬৩ মাদানী ফুল**" পুস্তিকা থেকে চলাফেরার সুন্নাত ও আদব শুনি: ✯ পারা ১৫ সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৭ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿۳۷﴾

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ভূ-পৃষ্ঠে অহংকার করে চলাফেরা করো না, নিশ্চয় কখনো তুমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং কখনো উচ্চতার মধ্যে পাহাড় সমান হতে পারবে না।

✯ **আল্লাহ পাকের রহমত হয়ে দুনিয়ায় আগমনকারী নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এক ব্যক্তি দু'টি চাদর জড়িয়ে অহংকার করে চলছিলো ও গর্ব করছিলো, তাকে ভূ-পৃষ্ঠে ধসিয়ে দেয়া হলো, সে কিয়ামত পর্যন্ত ধসতেই থাকবে। (মুসলিম, ১১৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ২০৮৮) ✯ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন পথ চলতেন তখন একটু ঝুঁকে চলতেন মনে হতো যেনো **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন উঁচু জায়গা থেকে নিচে নামছেন।

(আশ শামাঈলুল মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ১১৮)

ঘোষণা

চলাফেরার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَی اللّٰہُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاھُوَ اَھْلُہٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الْحَلِیْمُ الْکَرِیْمُ سُبْحَانَ اللّٰہِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)